অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
মাসের নামঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	০	০	৪	১০	১	৫	২	২	৬০%

- নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ = মোট অভিযোগ (কলাম ৫) – [নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি এমন চলমান অভিযোগ (কলাম ৮) + অন্য দপ্তরে প্রেরিত (কলাম ৬)]

০৯/০৩/2022
(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

মাসিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তালিকা : ফেব্রুয়ারী/২০২২

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
১	০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					মাননীয় মন্ত্রী শনিরআখড়া যাত্রাবাড়ী বর্নমালা স্কুলের সামনে সিমেন্টের ঢালাই করা ৮ ইঞ্চি পুরুত্বের ড্রেনের উপরের অংশ এবং তার পাশের ঢালাইকৃত রাস্তা বছর না যেতেই মানুষের জুতার ঘষায় ক্ষয় হয়ে বাতাসে মিশে আমাদের শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের বিভিন্ন রোগের কারন হচ্ছে। সারাদেশে একই অবস্থা মাননীয় মন্ত্রী আমরা নিরুপায়, না পারছি পয়সার অভাবে এ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে, না পারছি সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে। (আই ডি নং- ১১৩০৬, ঢাকা সড়ক বিভাগ)						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লেখিত এরিয়া-টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
২	০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					আমরা দেখলাম চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী-রাউজান সংযোগ স্থান ইশাপুরের পর সাত্তার ঘাটে পুনরায় ২য় ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম এ ব্রিজ টির স্থান নির্ণয়ে সেতু মন্ত্রণালয় ভুল করেছেন । কারণ আগের নতুন ১ম ব্রিজের পূর্ব পাশে যদি ২য় ব্রিজটি দেওয়া হতো, তাহলে যোগাযোগ সুন্দর এবং নিরাপদ হতো। সেজন্য আমাদের আজকের এ লেখনির মাধ্যমে আবেদন । কারণ ব্রিজটি পশ্চিম পাশে রয়েছে একটি পুরাতন ব্রিজ, এছাড়া পশ্চিম পাশে রয়েছে অন্য ধর্মের উপাসনালয়, যা গেসে গাড়ি গেলে হয়তো গাড়িতে বৌদ্ধ বা হিন্দু জিনরা বা খারাপ জিনরা আক্রমণ করতে পারেন। তাই যদি এখনো সুযোগ থাকে ব্রিজ টি নতুন ১ম ব্রিজ গেসে পূর্ব পাশে খোলা মেলা জায়গা দিয়ে করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ দেশের সরকারি সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এ দ্বিতীয় ব্রিজ টি করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ দেশের সরকারি সংশ্লিষ্টসকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন আরো একটি আবেদন যে অনেক দিন ধরে, আমাদের আবেদনকৃত ব্রিজ রাউজান-কাগতিয়া আজিমারঘাট সংলগ্ন এবং হাটহাজারী-মাদারসা -গড়দুয়ারা সংলগ্ন যুক্ত নৌকা পারাপার এরিয়া তে ব্রিজ দিয়ে দুপাশে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সহ ব্যাবসায়িক উন্নতি করার সুযোগ করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয়ে অনেক বার আবেদন করেছি; কাজটি যেন দ্রুত শুরু হয় সেজন্য সরকারসহ সেতু মন্ত্রণালয়ে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এতে হাটহাজারী ফতেয়াবাদ হয়ে বদিউল আলম হাট হয়ে কাগতিয়া আজিমারঘাট হয়ে দুই থানা সহ রাঙ্গামাটি কাপ্তাইর তৃতীয় সেতু বন্ধন স্থাপন হবে। এতে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ চট্টগ্রামস্থ সিটির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং ব্যবসায়িরা						বর্ণিত প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী-রাউজান সংযোগ স্থান সাত্তার ঘাটে অবস্থিত ২য় সেতুটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সেতু ডিজাইন বিভাগের Design অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে নির্মিত হচ্ছে। তাছাড়া রাউজান-কাগতিয়া আজিমঘাট সংলগ্ন এবং হাটহাজারী-মাদ্রাসা-গড়দুয়ারা সংলগ্ন যুক্ত নৌকা পারাপার এরিয়া সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নহে। এতদবিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						ব্যবসায়িক সুবিধা পাবে। তাই এ সুদিন শীত মৌসুমে ব্রিজ টির কাজ শুরু করে আগামী ছয় মাসের ভেতর যেন দ্রুততার সাথে কমপিলিট হয় সেভাবে বাজেট করে দ্রুততার সাথে কমপিলিট করার সকল ধরনের সুযোগ কন্ট্রাক্টরকে বাজেটের টাকা দ্রুত দিয়ে দ্রুততার সাথে কমপিলিট করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করার আহ্বান জানাচ্ছি। যত একদিন আগে কাজ শুরু করে আগে কাজ কমপিলিট করবেন তত দেশ অর্থনৈতিক এগিয়ে যাবে এবং ব্রিজের জন্য খরচ হওয়া টাকাও , বিভিন্ন দিক হতে ব্যাবসায়িক এবং শিক্ষার প্রসারে মাধ্যমে ওঠে আসবে। তাই যত আগে এসব উন্নয়নমূলক কাজ কমপিলিট করা তত দ্রুত কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহ প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করছি। (আই ডি নং- ১১৩০৭, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)					
৩	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					আজমপুর কাঁচাবাজার, শাহ কবির মাজার রোডটিতে সর্বক্ষন যানজোট লেগেই থাকে। এই রোডটিতে অটোচালিত রিক্সা, অটোচালিত গাড়ি ইত্যাদির ব্যবহার অত্যাধিক। ১৫০০ থেকে ২০০০ অটো রিক্সা নিয়মিত এই রোডে যাতায়াত করে। তাছাড়া রিক্সা, ট্রাক, ভ্যান, গার্মেন্টস এর মালামাল সরবরাহকারী ট্র্যাক, বড় ডিস্ট্রিক্ট বাস ইত্যাদি নিয়মিত চলাচল করে। কিন্তু রাস্তার যে পরিধি তা দিয়ে এসকল বড় যানবাহন চলাচল করা উচিত নয়। আমার জানামতে রাস্তাটি বড় করার জন্য একটি বাজেট পাশ হয়েছে, কিন্তু রাস্তাটির বড় করার কোন রকম প্রচেষ্টাই দেখছিনা। বর্তমানের এই রাস্তাটি জরুরিভাবে বড় করার দরকার। (আই ডি নং- ১১৩০৮, ঢাকা সড়ক বিভাগ)						সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ আইডি নং-১১৩০৮ এ অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, কাঁচাবাজার, শাহকবির মাজার রোড, আজমপুর, উত্তরা, রাস্তাটি বড় করার জন্য একটি বাজেট পাস হয়েছে, কিন্তু রাস্তাটির বড় করার কোন রকম প্রচেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত রাস্তাটি বড় করার কোন প্রকল্প গ্রহন করা হয় নাই।
৪	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					আসসালামু আলাইকুম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি অত্র দক্ষিণখান এলাকার একজন দায়িত্ববান নাগরিক, আমি গত ৩০ বছর যাবৎ উক্ত এলাকায় বসবাস করে আসছি। এই এলাকার কাঁচাবাজার এরিয়ায় সকলা-সন্ধ্য তীব্র জানজট লেগে থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত এলাকাতেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের বহু কর্মকর্তা বসবাস করে এবং তারা এই যানজটে পরে তাদের কর্মক্ষেত্রে পৌছাতে দেরী হয়। আরও উল্লেখ্য যে, অনেক আগেই উক্ত শাহ কবির মাজার রোড বড় করার প্ল্যান পাস হয়ে গেছে। আমার আরজ যেন অতি সত্তর উক্ত রাস্তা বড় করার কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়। নাহলে অনেক কর্মঘন্টা নষ্ট হয় যার ফলে সাড়া দেশের মানুষ ই আর্থিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা তিল পরিমাণ ই হোক না কেন। (আই ডি নং- ১১৩০৯, ঢাকা সড়ক বিভাগ)						সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ আইডি নং-১১৩০৯ এ অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, আজমপুর, কাঁচাবাজার, শাহকবির মাজার রোড বড় করার প্ল্যান পাস হয়ে গেছে এবং অতিসত্তর উক্ত রাস্তা বড় করার কাজটি বাস্তবায়ন এর জন্যে আরজ করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত রাস্তা বড় করার কোনো প্রকল্প গ্রহন করা হয় নাই।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
৫	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					চন্দনাইশ-পটিয়া সড়ক বালি ও গর্তে একাকার চন্দনাইশ উপজেলার দেওয়ানহাট-বৈলতলী-বরমা-পটিয়া সড়কের সংস্কার কাজ দীর্ঘ প্রায় ১ বছর বন্ধ থাকার পর স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম চৌধুরীর হস্তক্ষেপে পুনরায় কাজ শুরু। ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবে সাতবাড়িয়া, বৈলতলী, বরমার সাধারণ মানুষ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার দোহাজারী দেওয়ানহাট থেকে সড়কটি বৈলতলী-বরমা হয়ে সাতঘাটিয়া পুকুর পাড় শহীদ মুরিদুল আলম সড়কে সংযুক্ত হয়। সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার পর মেকাডাম শেষ করে দীর্ঘ প্রায় ১ বছরকাল কাজ বন্ধ থাকার করণে সড়কের বিভিন্ন অংশে গর্তে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি ধুলাবালিতে একাকার হয়ে পড়েছে সড়কটি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ ২০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়ে ২০২০ সালের ২২ নভেম্বর সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কাজের মান যথাযথ না হওয়ায় গত বছর ২৯ মে বৈলতলী ইউনুছ মার্কেট এলাকায় স্থানীয়রা মানববন্ধন করে প্রতিবাদ জানান। সে থেকে সংশ্লিষ্ট টিকাদার কাজ বন্ধ রাখার কারনে সড়কের মেকাডাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধুলাবালিতে রূপ নেয়। ফলে সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচলের সময় সড়কের দু' পাশে ধুলাবালিতে একাকার হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি গর্ত সৃষ্টি হওয়ার কারণে যানবাহনের যন্ত্রাংশ নষ্ট হচ্ছে বলে জানালেন চালকেরা। অথচ এ সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সড়ক দিয়ে চন্দনাইশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন যানবাহনে করে চট্টগ্রাম শহর এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করে থাকে। সড়ক দিয়ে সাতবাড়িয়া, বৈলতলী, বরমার সাধারণ মানুষ, চট্টগ্রাম শহর, দোহাজারী, চন্দনাইশ সদর, গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজ, চন্দনাইশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দোহাজারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাতায়াত করে থাকেন। এ সকল এলাকার শিক্ষার্থীরা সাতবাড়িয়া কলেজ, বরমা কলেজ, সাতবাড়িয়া স্কুল, বরমা স্কুল, বরমা মাদ্রাসা, বৈলতলী স্কুল, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চন্দনাইশ সদর তথা বিভিন্ন এলাকায় শত শত লোকজন এ সড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকে। গত ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সাতঘাটিয়া পুকুর পাড় হতে বৈলতলী ইউনুচ মার্কেট হয়ে দেওয়ানহাট পর্যন্ত সড়কটি সংস্কার করা হয়। কিন্তু মাত্র ৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পর সড়কটির বিভিন্ন অংশে কার্পেটিং উঠে গিয়ে গর্তে পরিণত হলে পুনরায় সড়কটির সংস্কারের জন্য ২০২০ সালের ২২ নভেম্বর ২০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। গাড়ির						অভিযোগে বর্ণিত দেওয়ানহাট- বৈলতলী-বরমা- পটিয়া সড়কটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নয়। উল্লেখিত দেওয়ানহাট নামক স্থানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কোন সড়ক শুরু বা সমাপ্ত হয়নি। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে ২০২০ সালে উল্লেখিত সড়কে ২০ কোটি ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দের বিষয়টি সঠিক নয়। সড়কটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন হওয়ায়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উক্ত সড়কে কোনরূপ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান কিংবা সড়কটি মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের ইখতিয়ার রাখে না। অভিযোগে উল্লেখিত সড়কটি/সড়কসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়।

ক্রম নং	তারিখ ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						চালকদেরঅভিযোগ সড়কের বেহাল দশার কারণে গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় ব্যয় হচ্ছে যাত্রীদের। সড়কটি সংস্কারের ব্যাপারে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা দিদারুল হক দস্তগীর বলেছেন, সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ৩টি ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের চলাচলের পাশাপাশি ব্যাপক যানবাহন চলাচল করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ১ বছর ধরে সড়ক সংস্কারের কাজ বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ ছিল না। নব-নির্বাচিত বৈলতলী ইউপি চেয়ারম্যান এস.এম সায়েম বলেছেন, সড়ক সংস্কার কাজে অনিয়ম হওয়ায় তারা মানববন্ধন করেছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে সড়ক সংস্কার কাজ বন্ধ থাকার পর স্থানীয় সংসদ সদস্য মহোদয়কে অবহিত করার পর তার হস্তক্ষেপে পুনরায় কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, সম্প্রতি তিনি বৈলতলীতে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে সড়ক সংস্কারের কাজ বন্ধ এবং সড়কের বেহাল দশা দেখে নির্বাহী প্রকৌশলীকে মোবাইলে দ্রুত কাজ শুরু করে শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন। নির্বাহী প্রকৌশলী বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে টিকাদারকে কাজ শুরু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করে জনগণের চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। তাই এ স্থান সংশ্লিষ্ট রোড গুলো পরিদর্শন করে; দ্রুততার সাথে রোড গুলোর কাজ কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি । এতে দেশ , সরকার ও জনগণ সবাই উপকৃত হবেন ইনশ্ আল্লাহ। করছি। (আই ডি নং- ১১৩১১, দোহাজারী সড়ক বিভাগ)						
৬	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					**বিষয়ঃ ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের সাঁকোয় ১৫ বছর ধরে পারাপার সেতু চাই দ্রুত** চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের টংকাবতী খালের ওপর সেতু নেই। এলাকাবাসীর উদ্যোগে নির্মিত কাঠের সাঁকো দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। ফলে সবসময় ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১৫ বছর ধরে এলাকাবাসীর চাঁদায় নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়ে ওই খালটি পারাপার হয় পথচারীরা। প্রথমবার বাঁশ দিয়ে নির্মিত হওয়ার পর ভেঙে গেলে পরবর্তীতে কাঠের সাঁকো দিয়ে পারাপার করছেন এলাকার মানুষ। প্রতিদিন এ পথে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের ঘোনা পাড়া, চৌধুরী পাড়া,						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লেখিত এলাকা-টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						সৈয়দ পাড়া, হারিকুল পাড়া, নুর আহমদ চৌধুরী পাড়া গ্রামের মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। সাঁকোটি দিয়ে এ পাড়ের শত শত স্কুল ও মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করে থাকে। অপরপাড় থেকে সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসি মহিলা মাদ্রাসা, উত্তর আমিরাবাদ এমবি উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর আমিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বার আউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে হাজারো শিক্ষার্থী অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে এ সাঁকো পার হয়ে যাতায়াত করছেন। এছাড়াও এ পাড়ের কৃষক তাদের ক্ষেতের সবজি নিয়ে আমিরাবাদ বটতলী মোটর স্টেশন ও পদুয়া বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে সাঁকোটি পার হতে চরম ঝুঁকি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় অসুস্থ মানুষকে চট্টগ্রাম জেলা শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগেরও শিকার হতে হচ্ছে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা নুরুল কবির (৬০) বলেন, 'আমি কোনো সময় এই সাঁকো দিয়ে হেঁটে যেতে পারি নাই। ভয়ে সব সময় বসে বসে পার হই। একদিন সাঁকো থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম। এদিকে সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রায় ৭০ ফুট দৈর্ঘ্যের সাঁকোটির দুই পাশে কোন রেলিং নেই। সেটি উঁচু-নিচু অবস্থায় আছে। সাঁকো দিয়ে চলাচলের সময় এটি এদিক-সেদিক দোলে। বার আউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী মুহাম্মদ রিদুয়ান, রহিম ও জাহেদ জানান, সাঁকোটি পার হয়ে কলেজে যেতে হয়। অনেকেই সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তাই অতিদ্রুত নতুন একটি ব্রিজ নির্মাণ হলে আমরা অনেক উপকৃত হতাম। স্থানীয় আমিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সাবেক সদস্য মোহাম্মাদ ইউসুফ জানান, সাঁকো দিয়ে চরম ঝুঁকিতে পারাপার করতে হচ্ছে। ওপারে অতিকষ্টে আমার রুপনকৃত ক্ষেত খামারে যেতে হয়। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা উত্তর আমিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইসমাঈল জানান, আমরা এলাকাবাসীর সহযোগীতা নিয়ে প্রথমে বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করেছিলাম সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য। এটি ভেঙে গেলে পরে কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়। এখন সেটিও ভেঙে যাচ্ছে। বিগত কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবু রেজা নদভী মহোদয় ব্রিজটি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। ওনি এখানে আমাদেরকে দ্রুত ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এলাকার মানুষের চরম ভোগান্তির বিষয়টি বিবেচনা করে এখানে দ্রুত সেতু নির্মাণ করা হলে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে যাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে। সাঁকোর পথচারী রহিমা					

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						বেগম বলেন, শুকনো মৌসুমে সমস্যা কম হলেও বর্ষায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। ছোট ছোটবাচ্চাদের নিয়ে এ সাঁকো পার হতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। অনেকেই সেতু নির্মাণ করার আশ্বাস দিলেও কেউ বাস্তবায়ন করেনি। এ প্রসঙ্গে আমিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান এসএম ইউনুচ বলেন, ওই স্থানে সেতু না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সেতু নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (এলজিইডি) আবেদন করা হয়েছে। এমপি মহোদয়ের ডিও লেটারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। খুব শীগ্রই সেতু নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হতে পারে বলেও জানান তিনি। এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী ইফরাত বিন মুনীর বলেন, ওই স্থানে সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাই এ স্থানটি পরিদর্শন করে দ্রুততার সাথে ব্রিজ টির কাজ কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এতে দেশ , সরকার ও জনগণ সবাই উপকৃত হবেন। ব্রিজটির সংযোগ রোড সহ কমপিলিট কংক্রিটের ঢালাই সহ বাজেট করে দ্রুততার সহিত কমপিলিট করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। (আই ডি নং- ১১৩১২, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)						
৭	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					আমরা দেখিতেছি কক্সবাজার টু চট্টগ্রাম টু ঢাকা কর্ণফুলী ট্যানেলের কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলতেছে। এখন আমাদের আবেদন হচ্ছে এ ট্যানেলের কাজ চলাকালীন সময়ে ঢাকা হতে চট্টগ্রামস্থ সীবিচের পাশ দিয়ে যাওয়া ট্যানেলের সাথে চট্টগ্রামস্থ সন্দীপ থানার সাথে সংযোগ করার জন্য যাবতীয় process করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। এখনো পর্যন্ত কাজটি শুরু হয়নি। তাই দীর্ঘ বহু বছর ধরে এ সন্দীপের জনগণ অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করতে হচছে। যে ঘাট দিয়ে লঞ্চে উঠতে হয় ; তা ও অনেক বিপজ্জনক এবং সব জনগণের জন্য খুবই কষ্টকর । এছাড়া গর্ভবতী মহিলা দের শহরে ভালো হসপিটালে আনতে চাইলে; শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা অফিসাররা তাদের উচ্চ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদনে চট্টগ্রাম সিটি তে আসতে অনেক ঝুঁকি আর কষ্ট করে আসতে হয়। তাই এ স্থানে ঘুরে আমাদের সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান যেন অতি শীঘ্রই কর্ণফুলী ট্যানেলের সাথে চট্টগ্রামস্থ সন্দীপ থানাকে যুক্ত করে; দীর্ঘ						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লেখিত বিষয়-টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						দিনের ভোগান্তি দূর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি; জনগণের দুর্ভোগ দূরিভূত করে দেশের শান্তি কামনায় সড়ক জনপদ বিভাগসহ সেতু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুন্দর সুদৃষ্টি কামনা করছি। ব্রিজ দিয়ে সন্দ্বীপের সাথে যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। ব্রিজ তৈরি করতে যে টাকা যাবে তার ৪ ভাগের ১ ভাগ দিয়েই হয়ে যাবে ট্যানেলের সাথে সড়ক যোগাযোগের মাধ্যম। এতে সন্দ্বীপের সাথে চট্টগ্রাম সিটির সাথে রোডের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে যোগাযোগ স্থাপন হবে। এছাড়া ঢাকা র সাথে ও সমভাবে খুব দ্রুততার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। তাই কর্ণফুলী ট্যানেলের বাজেটের সাথে আর কিছু বাজেট যোগ করে সন্দ্বীপ থানাকে ট্যানেল রোডের সাথে দ্রুততার সাথে যুক্ত করার যাবতীয় সরকারি কার্যক্রম সম্পন্ন করে ট্যানেলের সাথে সন্দ্বীপের কোন স্থান কাছে ঐ স্থানের সাথে ট্যানেলের রোড সংযোগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি আরো বৃদ্ধি, শক্তিশালী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করছি। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহ অগ্রগতি হবে। তাই আমাদের আবেদন পর্যালোচনা করে তথ্য নিয়ে দ্রুততার সাথে ঐ সন্দ্বীপ থানাকে যুক্ত করার যাবতীয় বাজেট করে, কর্ণফুলী ট্যানেলের কাজ কমপিলিট করার সাথে সাথে চট্টগ্রামস্থ সন্দ্বীপের সংযোগ ট্যানেলের কাজও কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। (আই ডি নং-১১৩১৩, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)						
৮	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২					আসসালামু আলাইকুম। ইতিমধ্যে আমরা অনেক বার আবেদন করার পর ও এখনো হালদার নদীর রাউজান কাগতিয়া আজিমারঘাটে নৌকা পারাপার এরিয়াই হালদার তৃতীয় ব্রিজ টির কাজ সরকার এখনো শুরু করেনি। (কিন্তু ইতিমধ্যে পার্কের কাজ শুরু করে দিয়েছে।) সরকার এবং জনগণ যে ব্রিজ টি হলে লাভবান হবেন সে কাজটি এখনো শুরু না করে পার্কের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এছাড়া আমরা অনেক বছর হতে এ ব্রিজটি সহ দু দিকের সংযোগ সড়কের কাজও দ্রুততার করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করেছি। কিন্তু বাজেট হয়েও যে ব্রিজ টির কাজ এবং সংশ্লিষ্ট রোড (ফতেয়াবাদ স্কুল সংলগ্ন রোড টু বদিউল আলম হাট টু কাগতিয়া আজিমারঘাট সংলগ্ন হয়ে ডোমখালী রুপচান্দ ফকির গেইট এবং কাগতিয়া আজিমারঘাট মোহাম্মদ আলী সরকারি						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লেখিত এলাকা-টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে কাগতিয়া গোলজার পাড়া হয়ে পশ্চিম বিনাজুরি হয়ে জামতলা হয়ে গহিরা (রাউজান-রাঙ্গামাটি) সড়কের সাথে মিলিত করলে তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহ শিক্ষাবিদরা সহ সবাই অনেক এগিয়ে যাবে। তাই পার্কের কাজ হওয়ার আগে আমাদের জনগণের দাবি ফতেয়াবাদ টু মাদারসা গড়দুয়ারা সংলগ্ন কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়াই রোড সংস্কার সহ ব্রিজটির কাজ কমপিলিট করে গহিরা পর্যন্ত সমস্ত এরিয়ার রোড পিজ ঢালাই সহ কমপিলিট করে জনগণকে উপহার দেওয়ার আহ্বান। এ ব্রিজটির নাম সরকার চাইলে প্রয়োজনে এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী ব্রিজ নামে নামকরণ করবে। কিন্তু আগামী ছয় মাসের ভেতর পুরোপুরি রোড সহ ব্রিজটির কাজ কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ দেশের সরকারি প্রধান প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করছি। তাই আমাদের আবেদন পর্যালোচনা করে দ্রুত কমপিলিট করার আহ্বান জানাচ্ছি। (আই ডি নং- ১১৩১৪, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)						
	মোট=	-	-	৮	৮	-	৮	-				

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

(এ, কে, এম মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ভবন, তেজগাঁও
ঢাকা-১২০৮
☎ ০২-৮৮৭৯২৯৯
Website: rhd.portal.gov.bd,

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.১৬.০০১.২২-

তারিখঃ ০৬/০৬/২০২২

বিষয়ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সম্মান সহকারে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ-বর্ণনামতে ২ (দুই) পাতা।

০৬/০৬/২২
(এ,কে,এম মনির হোসেন পাঠান)
পরিচিতি নং- ০০০২৮৮
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)।

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। যুগ্ম সচিব (আইন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

Web Adm